আজকের কাগজ

24 SEP 1993

পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও এর বাস্তবায়ন

সম্প্রতি ৮ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপি খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাঝে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৩ পালিত হয়ে গেলো। আজ থেকে সুদীর্ঘ ২৮ বছর পূর্বে জাতিসংঘের অন্যতম সংগঠন UNESCO বিশ্বব্যাপি নিরক্ষর লোকদের মাঝে অক্ষর জ্ঞানদান করবার যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলো তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও প্রতিবছর সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের দেশের শিক্ষার হার শতকরা ২৪। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এ হার খুবই অল্প। এই অবস্থার কথা অনুধাবন করেই আমাদের দেশে শিক্ষার হার বিশেষ করে নিরক্ষর লোকদের মাঝে অক্ষর জ্ঞানদান করা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কেননা অশিক্ষাই মানুষকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখে আর তখনই মানুষের মাঝে দেখা দেয় বিভিন্ন অকর্ম যা সমাজ জীবনেও আঘাত হানে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখেই এরূপ একটি দিবসের প্রাক্কালে আমরা উঠে পড়ে লেগে যাই। বক্তৃতা দিয়ে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কথা বলি। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কথা ভুলে যাই। তাই শুধু কথায় বিশ্বাসী না হয়ে আমাদের কাজে বিশ্বাসী হতে হবে। আমাদের অনুধাবন করতে হবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এ দিবসটিকে স্মরণ করলাম তাকে যেন বাস্তবে বাস্তবায়তি করে এর উদ্দেশ্য সফল করতে পারি। আমরা যদি প্রতিটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এ ব্যাপারে এগিয়ে আসি তাহলে সাক্ষরতা দিবসের মূল উদ্দেশ্য আমরা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবো। আর তা করতে পারলেই আমাদের দেশেও একদিন শিক্ষার হার তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।

স্বপন কুমার সরকার
ইউনেস্কো ইয়থ ক্লাব অব নাগঞ্জ
এসজি রোড, নারায়ণগঞ্জ।